<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>
<u>দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার</u>
<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ
মহামান্য বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী
এবং
মহামান্য বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০২২ সালের এফ. এম. এ ১৪৩৪
সহ
<u>আই. এ নং. সিএএন ১, ২০২২</u>
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা
বনাম
শ্রী শুকদেব মণ্ডল

আপিলকারীদের জন্যঃ

শ্রী পার্থ ঘোষ,

শ্রী সৌরভ মণ্ডল,

শ্রীমতী সিমরান সুরেকা,

শ্রী দেবাশীষ দাস।

উত্তরদাতার জন্যঃ

শ্রী অচিন কুমার মজূমদার

শ্রীমতী অনন্যা অধিকারী।

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

রায়ঃ ৪ অক্টোবর, ২০২৩।

<u>বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীঃ-</u>

১. রেলওয়ে এবং এর কর্মকর্তারা ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে বিজ্ঞ একক বিচারকের দেওয়া একটি রিট পিটিশনের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান আপিলের পক্ষে আবেদন করেছেন, যা একজন সুকদেব মণ্ডল (সংক্ষেপে

সুকদেব), যা ২০১৫ সালের WPA 28149, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ১৩ জুলাই, ২০১৫ তারিখের চাকরি থেকে বরখাস্তের আদেশ এবং ১৪ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক (সংক্ষেপে, RPF) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে।

২. অপ্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়াই, তথ্য হল যে বর্তমান আপিলের বিবাদী সুকদেব, ২০১১ সালের ১ নম্বর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পূর্ব রেলওয়ের আরপিএফ-এর কনস্টেবল পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। সুকদেব সফল হন এবং পুলিশ যাচাইকরণ এবং মেডিকেল পরীক্ষার পরে তাকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। ১৮ই জুন, ২০১৫ তারিখে প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর, তাকে আপিলকারী নং ৩-এর অফিসে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৪ জুলাই, ২০১৫ তারিখে, যখন তিনি অফিসে উপস্থিত হন, তখন তাকে ১৩ জুলাই, ২০১৫ তারিখের চাকরি থেকে অবসানের নোটিশ দেওয়া হয়। উক্ত তারিখেই সুকদেব বিবাদী নং ২-এর কাছে পুনর্বহালের জন্য একটি আবেদন জমা দেন কারণ তিনি একটি প্রকৃত ভুলের কারণে ১৬ মার্চ, ২০১১ তারিখের চাকদহ থানায় আইপিসির ৩৪১/৩২৩/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে ২০১১ সালের ১০৩ নং মামলার সূচনা এবং বিচারাধীনতার বিষয়টি সত্যায়িত ফর্মে প্রকাশ করেননি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ২০ জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারী এবং অন্যান্যদের ফৌজদারি কার্যবিধির (সংক্ষেপে, অধিনিয়ম) ৩২০ ধারা অনুসারে খালাস দেওয়া হয়, যেখানে তিনি সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংযোজনের জন্য আবেদন করেছিলেন। বরখাস্তের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, সুকদেব ২০১৫ সালের WP 23959 (W) নামে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন যা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় যেখানে আপিলকারী নং ২ কে

এই নির্দেশ অনুসারে, আপিলকারী নং ২, ৮ই অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে একটি আদেশ জারি করেন, ১৪ই অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে সুকদেবের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

৩. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ঘোষ যুক্তি দেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে আপিলকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ এবং পূর্ণাঙ্গ শুনানির পর, ২০১৫ সালের ২০ জানুয়ারী তারিখের আদেশের মাধ্যমে সুকদেবকে সম্মানজনকভাবে খালাস দেওয়া হয়েছে এমন কোনও ঘটনা নয়। একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে, কঠোর নিয়মকানুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পুলিশ চাকরিতে নিয়োগ পেতে হলে প্রার্থীর অবশ্যই অনবদ্য চরিত্র, সততা এবং সৎ আচরণ থাকতে হবে। সুকদেব যেদিন প্রত্যয়ন ফর্ম পূরণ করেছিলেন সেদিনই তিনি একটি ফৌজদারি মামলায় জড়িত ছিলেন এবং যদিও তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ছিল, 'আপনার বিরুদ্ধে কি মামলা করা হয়েছে?' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'না' । এভাবে সুকদেব ইচ্ছাকৃতভাবে বস্তুগত তথ্য গোপন করেছিলেন এবং তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে ১৩ জুলাই, ২০১৫ তারিখে চাকরিচ্যুতির আদেশ জারি করেছিলেন এবং এতে কোনও ত্রুটি নেই।

৪. তিনি আরও যুক্তি দেন যে, ২০১৬ সালের ৮ নং এস. সি. সি ৪৭১-এ অবতার সিং বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্যরা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ৩৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরামিতিগুলির মধ্যে সুকদেব নেই, যেহেতু একটি ফৌজদারি মামলায় জড়িত থাকার বিষয়ে তথ্য গোপন করা হয়েছিল এবং সুকদেবকে যাচাইকরণ ফর্ম পূরণের পরে খালাস করা হয়।

৫. শ্রী ঘোষের মতে, বিদ্বান একক বিচারক সুকদেবের পক্ষে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে অপরাধটি তুচ্ছ প্রকৃতির এবং নৈতিক অধঃপতন নয়, তবে এই সত্যটিকে অস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সুকদেব প্রত্যয়ন ফর্ম পূরণ করার তারিখে বস্তুগত সত্যকে স্পষ্টভাবে দমন করেছিলেন। বিদ্বান একক বিচারকের উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে নির্বাচিত প্রার্থী এই পদের জন্য উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ফৌজদারি পূর্বসূরী যাচাইকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড এবং এই ধরনের ব্যক্তিকে নিয়োগ করা কাম্য কিনা।

৬. ২০১৫ সালের ১০ শতাংশ মার্চ চাকদহের জেলা গোয়েন্দা আধিকারিকের জারি করা একটি স্মারকলিপির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ঘোষ বলেন যে, যাচাই-বাছাইয়ের সময় দেখা গেছে যে সুকদেবের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তিনি কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তির শর্ত ৯ (চ) বিধান লঙ্ঘন করেছেন এবং রেল সুরক্ষা বাহিনী বিধিমালা, ১৯৮৭ (সংক্ষেপে, ১৯৮৭ বিধিমালা) রেল সুরক্ষা বাহিনী বিধিমালা, ১৯৮৭ (সংক্ষেপে, ১৯৮৭ বিধিমালা) এর ৬৭.২ বিধির বিধানগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

৭. বিপরীতে, সুকদেবের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী মজুমদার বলেন যে, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে প্রত্যয়নপত্রে ফৌজদারি মামলার বিচারাধীনতা প্রকাশ করা একটি আন্তরিক ভুল ছিল। এই ধরনের ভুলের জন্য নিয়োগকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে সুকদেবকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে/বরখাস্ত করতে পারতেন না। বর্তমান ক্ষেত্রে, সুকদেব অভিযুক্ত ঘটনার তারিখে অল্প বয়সী ছিলেন। অভিযোগপত্রে সুকদেবকে কোনও নির্দিষ্ট প্রকাশ্য কাজের জন্য দায়ী করা হয়নি। সুকদেবও কারারুদ্ধ হননি। অভিযোগকারী সচেতনভাবে অপরাধের সংযোজন করার জন্য আপোষ আবেদন দায়ের করেছিলেন সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ধরনের তথ্য বিবেচনা না করেই

আপিলকারীরা নির্বিচারে সুকদেবকে কনস্টেবলের পদে তালিকাভুক্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

৮. রেল বোর্ডের আন্ডার সেক্রেটারি কর্তৃক ২০০৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি জারি করা একটি স্মারকলিপির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শ্রী মজুমদার বলেন যে, একইভাবে সুকদেবের কাছে অবস্থিত একজন বিয়েন্দ্র সিং গৌতমকে প্রত্যয়নপত্রে একটি সত্য গোপন করার জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ছিল। পরবর্তীকালে, উক্ত মামলায় তার খালাসের পরিপ্রেক্ষিতে ডিসচার্জ করার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের ৩১শে জুলাই তারিখের আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলেও এই বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি ২০১৫ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখের বিতর্কিত আদেশ জারি করার সময়।

৯. তিনি আরও যুক্তি দেখান যে সুকদেবের সঙ্গে একইভাবে অবস্থিত শ্রী পবন কুমারকেও ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি যাচাইকরণ ফর্মে তথ্য গোপন করেছিলেন। উক্ত বিরোধটি সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং অবশেষে পবন কুমার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং আরেকজন মামলায় প্রদত্ত রায় দ্বারা, ২০২২ লাইভ আইন (এসসি) ৪৪১-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল, পবন কুমারের অব্যাহতি আদেশটি বাতিল করা হয়েছিল। পবন কুমারের (উপরে) ক্ষেত্রে বর্ণিত আইনের নীতিটি বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য এবং তাই বর্তমান আপিলে রায়ে কোনও ত্রুটি নেই।

১০. তিনি যুক্তি দেন যে যেহেতু সুকদেবকে অবৈধভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, তাই বিদ্বান একক বিচারক যথাযথভাবে পুনর্বহাল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং যে সময়ের মধ্যে তিনি এর কারণে বাহিনীতে কাজ করেননি তার বকেয়া বেতন প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন বেতন সহ সমস্ত সুবিধা সহ অভিযুক্ত নিষ্পত্তি/বরখাস্ত,

জ্যেষ্ঠতা এবং অন্যান্য সমস্ত ফলস্বরূপ সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে যেন সুকদেব তাঁর চাকরি থেকে কোনও অব্যাহতি/বরখাস্তের সম্মুখীন হননি।

১১. ২০১৫ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের সমাপ্তির আদেশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী মজুমদার বলেন যে, উক্ত আদেশটি কোনওরকম মানসিক প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে না। এক টুকরো কলমে সুকদেবকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের কাজ আপাতদৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারী এবং অযৌক্তিক হওয়া আইনে সমর্থন যোগ্য নয়। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা বনাম বিব্রত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রদত্ত একটি অপ্রকাশিত রায়ের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে। উক্ত রায়টি ইতিমধ্যে আর. পি. এফ কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে এবং তাই উক্ত কর্তৃপক্ষ সুকদেবের ক্ষেত্রে কোনও ভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োগ করতে পারে না, যিনি একইভাবে বিব্রত বিশ্বাস এর সাথে অবস্থিত।

১২. উত্তরে, শ্রী ঘোষ যুক্তি দেখান যে পবন কুমারের (উপরোক্ত) মামলায় প্রদত্ত রায়টি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যেতে পারে কারণ পবন যে তারিখে প্রত্যয়নপত্র পূরণ করেছিলেন সেই তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়নি বা বিচারাধীন ছিল না। তবে, বর্তমান মামলায় সুকদেবের বিরুদ্ধে প্রত্যয়নপত্র পূরণের তারিখে একটি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, রায়ের ৩৮.৪ অনুচ্ছেদের অধীনে বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি বর্তমান ক্ষেত্রে অবতার সিং (উপরে) প্রযোজ্য নয়।

১৩. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছেন এবং নথীতে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করে।

১৪. 'গুরুতর অপরাধ' শব্দটি সাধারণের বাইরে একটি অপরাধকে বোঝায়, যা দেওয়া যেতে পারে তার চেয়ে আরও গুরুতর বড় শাস্তি আহ্বান করা হচ্ছে

একটি ছোটখাটো বাদ দেওয়ার মামলা। যদি অপরাধ গুরুতর হয়, তবে শাস্তি বড় হতে হবে। একটি 'গুরুতর অপরাধ' হিসাবে দেখা যেতে পারে এমন একটি কাজ তার বোধগম্যতার মধ্যে নৈতিক অধমতা, দুর্নীতি বা অপব্যবহারের কাজগুলি গ্রহণ করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ। সুকদেবের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধ বা অসদাচরণের প্রকৃতি যার জন্য কার্যধারা শুরু করা হয়েছে এবং প্রত্যয়ন ফর্ম পূরণ করার তারিখে মুলতুবি ছিল, তাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সুকদেবের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলাটি আইপিসির ধারা ৩৪১/৩২৩/৫০৬/ ৩৪ এর অধীনে ছিল। এই ধরনের অপরাধের প্রকৃতি কোনও ধারণার দ্বারা 'গুরুতর অপরাধ' হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। অবতার সিং (উপরে)-এর ক্ষেত্রে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল যে তুচ্ছ প্রকৃতির অপরাধের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে সত্য বা মিথ্যা তথ্যের দমনকে ক্ষমা করা যেতে পারে কিনা। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে, যদিও এই ধরনের কোনও বিবেচনা ছিল না এবং সুকদেবের দাবি যান্ত্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি।

১৫. অপরাধের সংযোজন আইনের ৩২০ ধারার অধীনে একটি আইনগত অভিব্যক্তি। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তদের খালাস মঞ্জুর করার বা প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার রাখেন। সংযোজন ক্ষেত্রে, অপরাধের শিকার ব্যক্তির মামলা না চালানোর এবং মামলা চালিয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৬ মার্চ, ২০১১ তারিখের চাকদহ থানা মামলা নং ১০৩, ২০১১-এ, বিরোধটি আপোষে পরিণত হয়েছিল এবং অভিযুক্তদের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট খালাস দিয়েছিলেন কারণ এই ধরনের আপোষের শর্তগুলি আইনত ছিল। সুকদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অপরাধগুলি তুচ্ছ প্রকৃতির। অতএব এবং যেহেতু উক্ত অপরাধগুলি আপোষযোগ্য, তাই বলা যায় না যে এই ধরনের আপোষের ভিত্তিতে খালাস পাওয়া যায় না।

উল্লেখিত বিবেচনাতে, আবেদনকারীরা যুক্তি দিতে পারেন না যে সুকদেবকে কোনও সম্মানজনক খালাস দেওয়া হয়নি। ২০১১ সালের ১৬৮ মার্চ, ২০১১ তারিখের চাকদহ থানা মামলা ছাড়া, সুকদেবের কোনও পূর্বসূরী ছিল না এবং আই. বি. পশ্চিমবঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই নথিভুক্ত ছিল না, যা ২০১৫ সালের ৭ জুলাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নাদিয়া থেকে জারি করা মেমো থেকে স্পষ্ট হবে।

১৬. রায়ের বিষয়বস্তু একসাথে বিবেচনা করা উচিত, বিচ্ছিন্নভাবে নয়। একটি নির্দিষ্ট ধারা তুলে ধরা এবং তুলে ধরা যাবে না। ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে, পবন কুমার (সুপ্রা) মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অন্যান্য বিষয়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে 'সমস্ত বিষয়কে একটি স্ট্রেইটজ্যাকেটের মধ্যে রাখা যাবে না এবং কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত নমনীয়তা এবং বিচক্ষণতার একটি মাত্রা, সমস্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে, যার মধ্যে ত্রুটির প্রকৃতি এবং ধরণ অন্তর্ভুক্ত, সাবধানতা এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত।' উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রী ঘোষের যুক্তি যে অবতার সিং (উপরে) রায়ের ৩৮.৪ অনুচ্ছেদের অধীনে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য নয় কারণ পবনের মামলায় সাক্ষ্যদান ফর্ম পূরণ করার আগেই দোষী সাব্যস্ত হওয়া বা খালাস রেকর্ড করা হয়েছিল, তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

১৭. আমাদের পর্যালোচিত মতে, বিদ্বান একক বিচারক সুকদেবকে যে পর্যায় থেকে বরখাস্ত/অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল সেই পর্যায়ে কনস্টেবল পদে পুনরায় নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই ধরনের দিকটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৮. তবে, সুকদেবকে সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ পূর্ণ বেতন প্রদানের নির্দেশনার সাথে আমরা একমত হতে পারছি না। এটা সুনিশ্চিত যে পুনর্বহাল এবং পুনর্বহালের আদেশের অর্থ এই নয় যে ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকওয়েজ পাওয়ার অধিকারী হয়ে যাবেন। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে সুকদেবকে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ পূর্ণ বেতন প্রদানের এই নির্দেশনা টেকসই নয় এবং সেই অনুযায়ী, বাতিল করা হয়েছে। তবে, আপিলকারীরা সুকদেবকে বরখাস্ত/বরখাস্তের তারিখ থেকে পুনর্বহালের তারিখ পর্যন্ত বেতন নির্ধারণ এবং জ্যেষ্ঠতা সহ কল্পিত সুবিধা প্রদান করবেন।

১৯. উপরের পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর সাথে আপিল এবং সংযুক্ত আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২০. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২১. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে যত দ্রুত সম্ভব পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি)

(বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal